বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২

RUPOSHI BANGLA
কোস্ট গার্ড
P201
Guardian at sea
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

অঙ্গসজ্জায় ঃ দি নিউ এ্যাড মিউজিয়াম

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৩ মাঘ ১৪১৮
১৬ জানুয়ারি ২০১২

বাণী

কোস্ট গার্ড দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি আশা করি কোস্ট গার্ডের গর্বিত সদস্যগণ দক্ষতা, শৃঙ্খলাবোধ, পেশাদারিত্ব ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নিরাপদ সমুদ্রসীমা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কোস্ট গার্ড দিবসে আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কোস্ট গার্ড দিবস ২০১২ উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের জাতীয় জলসীমার শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসাবে কোস্ট গার্ডের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের মৎস্য ও উপকূলীয় বনজ সম্পদ রক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন, সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা, চোরাচালান বিরোধী অভিযান এবং উপকূলীয় এলাকায় জনগণের জানমাল রক্ষায় কোস্ট গার্ড অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জলসীমায় পরিবেশ দূষণ রোধ এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী সহায়তায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সীমিত জনবল ও নানাবিধ অপ্রতুলতার মধ্যেও কোস্ট গার্ড সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা, জাটকা নিধন প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য পাচার প্রতিরোধ, সার ও জ্বালানি তেল পাচার রোধসহ চোরাচালান দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে চলছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে পর্যায়ক্রমে আরও শক্তিশালী ও আধুনিকায়নের লক্ষে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোস্ট গার্ডের জন্য অত্যাধুনিক জলযান ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা রক্ষায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কোস্ট গার্ডের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি কোস্ট গার্ড দিবস ২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)

بسم الله الرحمن الرحيم

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

'কোস্ট গার্ড দিবস ২০১২' উদ্‌যাপনের শুভলগ্নে আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের সিংহভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য সমুদ্রপথে পরিচালিত হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ দেশের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমাদের সমুদ্র এলাকায় ইতোমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে গ্যাস সম্পদ এবং সম্ভাবনাময় তৈল ক্ষেত্র যা বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত করবে। উপকূলীয় বনাঞ্চল দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, যার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ দেশের অস্তিত্বের স্বার্থেই অপরিহার্য। তাই সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষা, উপকূলীয় বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, সমুদ্রপথে পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্যে নিরাপত্তা বিধান, জলদস্যুতারোধ ও চোরাচালান দমনের মাধ্যমে নিরাপদ সমুদ্র ও উপকূল প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড গঠিত হয়। বর্তমানে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে বিভিন্ন বেইস, স্টেশন ও আউটপোস্ট হতে কোস্ট গার্ডের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তাদের শৃঙ্খলাবোধ, অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা এবং উন্নত পেশাদারিত্বের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তাঁদের উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে যা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে ভবিষ্যতে কোস্ট গার্ড আরো সফলকাম হবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি 'কোস্ট গার্ড দিবস- ২০১২' এর সাফল্য এবং কোস্ট গার্ডের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)

জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোস্ট গার্ডের অবদান

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। নদীমাতৃক এ দেশের আনাচে কানাচে জালের মত ছড়িয়ে আছে ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে রয়েছে দীর্ঘ ৭১০ কিঃ মিঃ উপকূল। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মানব সভ্যতা ও জনপদের ৮০% বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন নদ-নদী ও সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অভ্যন্তরীন ছোট বড় নদী বন্দরসহ বিশেষভাবে ২ টি সমুদ্রবন্দর তথা চট্টগ্রাম ও মংলা-এর উপর নির্ভরশীল। সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহন অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে সাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক হওয়ায় বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের ৯০ শতাংশের অধিক আমদানী ও রপ্তানী সমুদ্রপথেই হয়ে থাকে। এ কারণে সমুদ্রপথে আমদানী ও রপ্তানীকৃত পণ্যসহ চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ সমূহের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) মোতাবেক জলদস্যুতা (Piracy at Sea) দমনসহ বন্দরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বিধান পূর্বের চেয়েও অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই বঙ্গোপসাগর, তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল, অভ্যন্তরীণ নদী ও নদীবন্দরের বিভিন্ন স্থানে জলদস্যুতা দমন ও চোরাচালান প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের ইতিহাস

উন্নত বিশ্বের প্রতিটি উপকূলীয় রাষ্ট্রেরই রয়েছে শক্তিশালী কোস্ট গার্ড। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন, কানাডা ও ভারতের কোস্ট গার্ড এবং জাপানের মেরিটাইম সেইফটি সার্ভিসের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের যাত্রা শুরুর পূর্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কোস্ট গার্ডের দায়িত্বগুলো পালন করে আসছিল। কিন্তু নৌবাহিনীর নিজস্ব কাজের অতিরিক্ত কোস্ট গার্ডের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার কারণে কাজের পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে সমুদ্র সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে বিশেষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে "কোস্ট গার্ড এ্যাক্ট ১৯৯৪" পাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের শুভ সূচনা হয়। ১৯৯৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার যাত্রা শুরু করে।

কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীয়তাঃ

বাংলাদেশের জলসীমায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এরূপ বিবিধ প্রয়োজনীয়তার মাঝে উল্লেখযোগ্য নিম্নরূপ ঃ (ক) বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের ৯০% এর বেশী আমদানী ও রপ্তানী চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই আমদানী রপ্তানীতে সামান্য বাধা/ব্যর্থতা দেশের অর্থনীতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। তাই আমদানী ও রপ্তানী কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার দেশী ও বিদেশী জাহাজসমূহের নদী ও সমুদ্রপথে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে তথা দেশের অর্থনৈতিক গতি প্রবাহ সচল রাখতে কোস্ট গার্ডের সক্রিয় ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। (খ) আন্তর্জাতিক আইনানুসারে সমুদ্রতীর (Base Line) হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত Territorial Sea এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত Exclusive Economic Zone (EEZ) এলাকায় রাষ্ট্রীয় সকল অধিকারসমূহ সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীতা অপরিহার্য। (গ) এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের মূল জীবিকা এবং রপ্তানী আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও বঙ্গোপসাগর প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও অন্যান্য অনাবিস্কৃত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ইতোমধ্যে সমুদ্রে অবস্থিত সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাই সামুদ্রিক মৎস্য ও খনিজ সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ভূমিকা অপরিসীম। (ঘ) ভৌগলিক অবস্থান ও দীর্ঘ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল থাকায় সমুদ্র ও নদীপথে চোরাচালান ও জলদস্যুতা অধিক হারে পরিলক্ষিত হয়। তাই সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলে চোরাচালান ও জলদস্যুতা দমনে কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। (ঙ) স্থলপথের চেয়ে সমুদ্রপথে মাদক দ্রব্যের আমদানী অধিক সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত মনে করায় মাদক ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে বিভিন্ন পন্থায় এদেশে মাদক দ্রব্য অবৈধভাবে আনয়ন করে থাকে। এই মাদকের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে কোস্ট গার্ড এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একইসাথে সমুদ্র পথে শিশু ও নারী পাচাররোধসহ অবৈধ ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রবেশ রোধ করতেও কোস্ট গার্ডের যথেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। (চ) বাংলাদেশের জলসীমায় অসংখ্য বাণিজ্যিক জাহাজ, মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকা বিভিন্ন যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, মৎস আহরণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যটন/বিনোদন, খনিজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকে। এসকল জলযান ও সংশ্লিষ্ট জনগনের নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। (ছ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, সুনামি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় উপকূলীয় জনগণকে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে কোস্ট গার্ডের ভূমিকা অপরিসীম। (জ) সুন্দরবন এলাকায় অবৈধভাবে গাছ কাটার ফলে দেশের একমাত্র Mangrove বন উজাড় হয়ে পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। সুন্দরবন অঞ্চলে কোস্ট গার্ডের ব্যাপক কর্মতৎপরতা এহেন অবৈধ গাছকাটা অনেকাংশে রোধ করতে পারে। এছাড়া বিস্তীর্ণ সমুদ্র এলাকার দুষণরোধে এবং দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন্স এর পরিবেশগত ভারসাম্যতা রক্ষায়ও কোস্ট গার্ডের সজাগ দৃষ্টি ও ভূমিকা অপরিহার্য্য।

অপারেশনাল কার্যক্রমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাম্প্রতিক সাফল্য

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সার্বিক সহযোগীতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কর্মকান্ড বর্তমানে অনেক বেশী বেগবান হয়েছে এবং সাফল্যের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে আশাপ্রদভাবে। গত ২০১১ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ৩০২ কোটি টাকার অধিক মূল্যের অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করেছে যা পূর্বের বছরের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশী ছিল। নীচের তুলনামূলক বার চার্টে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাফল্যের একটি সালওয়ারী প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলো: প্রতিবেদনটিতে প্রতীয়মান হয় যে ২০১১ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (গত ১৫ বছরের মধ্যে) তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী মূল্যের অবৈধ পণ্য সামগ্রী আটক করতে সক্ষম হয়েছে। (খ) **চোরাচালান প্রতিরোধ**। শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড গত বছরে প্রায় ২৯ কোটি টাকার বিভিন্ন সামগ্রী আটক করেছে যা ছিল পূর্বের বছরের আটককৃত পণ্যের ৬ গুণ। চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানের সাম্প্রতিক কয়েক বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হ'লঃ বার চার্টটিতে প্রদত্ত তথ্যাদি অনুযায়ী গত বছরের চোরাচালান বিরোধী কর্মকান্ডে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাফল্য অন্যান্য যে কোন বছরের চেয়ে অনেক বেশী। (গ) **মৎস্য সম্পদ রক্ষা**। মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে কোস্ট গার্ড গত বছর প্রায় ২৬২ কোটি টাকার অবৈধ মাছধরার জাল ও জাটকা আটক করেছে যা পূর্বের যে কোন বছরের সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশী। মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হ'লঃ পার্শ্বের চিত্রটি বিশ্লেষন করলে প্রতীয়মান হয় যে, মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড গত বছরে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা পূর্বের তিন বছরের সম্মিলিত সাফল্যের যোগফলের চেয়েও অনেক বেশী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী তিন বছরের সম্মিলিত সাফল্য ২২৯ কোটি টাকার তুলনায় শুধুমাত্র ২০১১ সালে ২৬২ কোটি টাকার সাফল্য অর্জিত হয়েছে। (ঘ) **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন**। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অভিযানে কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অপারেশন্স পরিচালনা করছে। ২০১১ সালে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকার মাদক কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটক করা হয়েছে। কোস্ট গার্ড মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে উক্ত বছরে প্রায় ৭৯ হাজার পিস ইয়াবা আটক করতে সক্ষম হয়েছে। (ঙ) **বনজ সম্পদ রক্ষা**। সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অপারেশনেও কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। গত বছর প্রায় ৪ কোটি টাকার অধিক মূল্যের বনজসম্পদ কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটক করা হয়েছে। (চ) **জলদস্যুতা দমন, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার**। সুন্দরবন সহ উপকূলীয় অঞ্চলে জলদুস্যতা দমনে কোস্ট গার্ড বিশেষভাবে তৎপর রয়েছে এবং গত বছরে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১০ জন কুখ্যাত জলদস্যু নিহত ও ৪৫ জন জলদস্যু আটক হয় এবং সর্বমোট ৪৪ টি অবৈধ অস্ত্র, ২৩৬ রাউন্ড তাজা গুলি এবং বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও কোস্ট গার্ড জলদস্যুদের কবল থেকে গত বছর ৬৬ জন জেলেকে উদ্ধার করে। অতিসম্প্রতি সুন্দরবনে জলদস্যুতা ও ডাকাতি নির্মূলে কোস্ট গার্ড ও র‌্যাবের এক বিশেষ যৌথ অভিযানে রাজুবাহিনীর ২ জন জলদস্যু নিহত হয়। উক্ত অভিযানে সুন্দরবনের গহিন জঙ্গলের ভিতর স্থাপিত রাজুবাহিনীর বিশাল ঘাঁটি সনাক্ত করণ এবং সেখান থেকে ১৮টি দেশী ও বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র, ১৫০ রাউন্ড গোলা, খাদ্য এবং ঔষধ সহ বিপুল পরিমান অন্যান্য দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও গত ২৪ নভেম্বর ২০১১ নন্দবালা ফরেস্ট স্টেশনের চাঁদপাই এলাকা থেকে দুর্ধষ গামা বাহিনীর ২ জলদস্যু অস্ত্রসহ আটক এবং ডিসেম্বর ২০১১ এর বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে দেশী বিদেশী ২৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলে জলদস্যুতা রোধে কোস্ট গার্ডের এ সাফল্য সর্বমহলে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। (ছ) **সমুদ্র বন্দরের চুরি/ডাকাতি দমন**। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলস প্রচেষ্টা ও বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গর ও মংলা বন্দর এলাকার চুরি/ডাকাতি প্রায় শুন্যের কোটায় নামিয়ে এনেছে। এরই প্রতিফলন ঘটেছে সম্প্রতি প্রকাশিত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তার উপর নজরদারী করার স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Regional Co-operation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia সংক্ষেপে ReCAAP এর ২০১১ সালের প্রতিবেদনে। উক্ত প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছরে চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে চুরির ঘটনা পূর্বের বছরের চেয়ে ৫০% কমে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ হ'লঃ "The improvement reported in 2011 was most evident in the South Asia region mainly in the port of Chittagong, Bangladesh, while that in the Southeast Asian region has remained fairly consistent when compared with 2010.The number of incidents at the port of Chittagong has decreased by 50% in 2011, the lowest number reported since 2008". এ উন্নতির কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে "There have been a significant improvement in the situation off the port of Chittagong in 2011 compared to 2008 - 2010. The Bangladesh Coast Guard and other maritime agencies had enhanced the security at the port of Chittagong and apprehended robbers involed in three incidents when the master reported the incidents to the authorities immediately". বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দর এই ধরণের স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নিরাপদ ঘোষিত হওয়ায় এ বন্দর সম্পর্কে সকলের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিসম্প্রতি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক ব্যুরো (আই এম বি) কর্তৃক জলদস্যুতার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা এলাকার তালিকা হতে বাংলাদেশের নাম বাদ দেয়া হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে একটি সম্মানজনক প্রাপ্তি। এর ফলে জাহাজ চলাচলের জন্য ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামও অনেকাংশে কমে যাবে, ফলে অনেক বেশী জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। এতে আমাদের বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবহন খরচ কমে যাবে। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে এ রিপোর্টটি আমাদের দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং নিঃসন্দেহে এ রিপোর্ট বিদেশে বাংলাদেশ সরকার তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

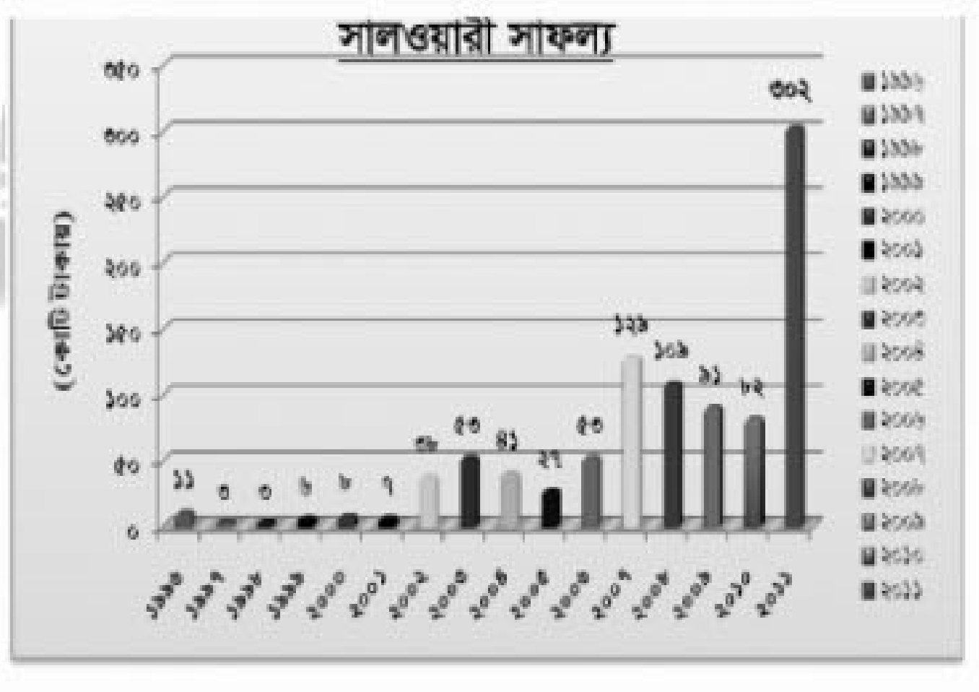

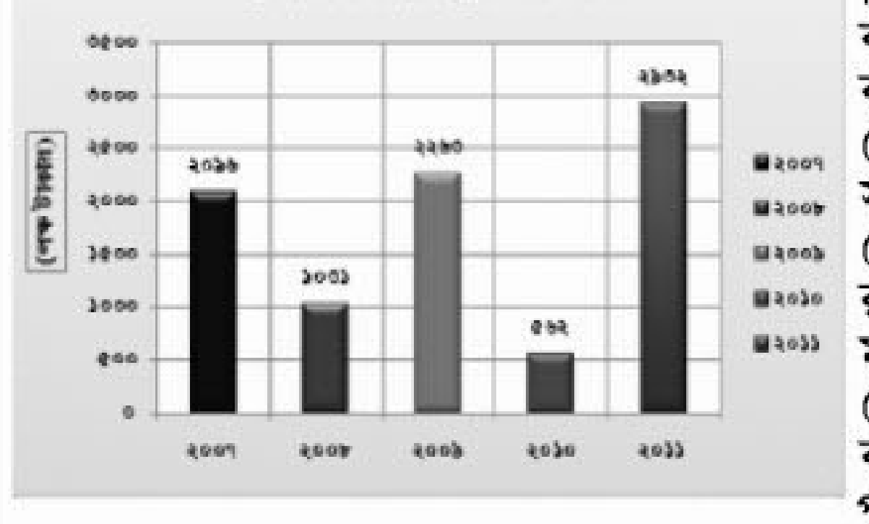

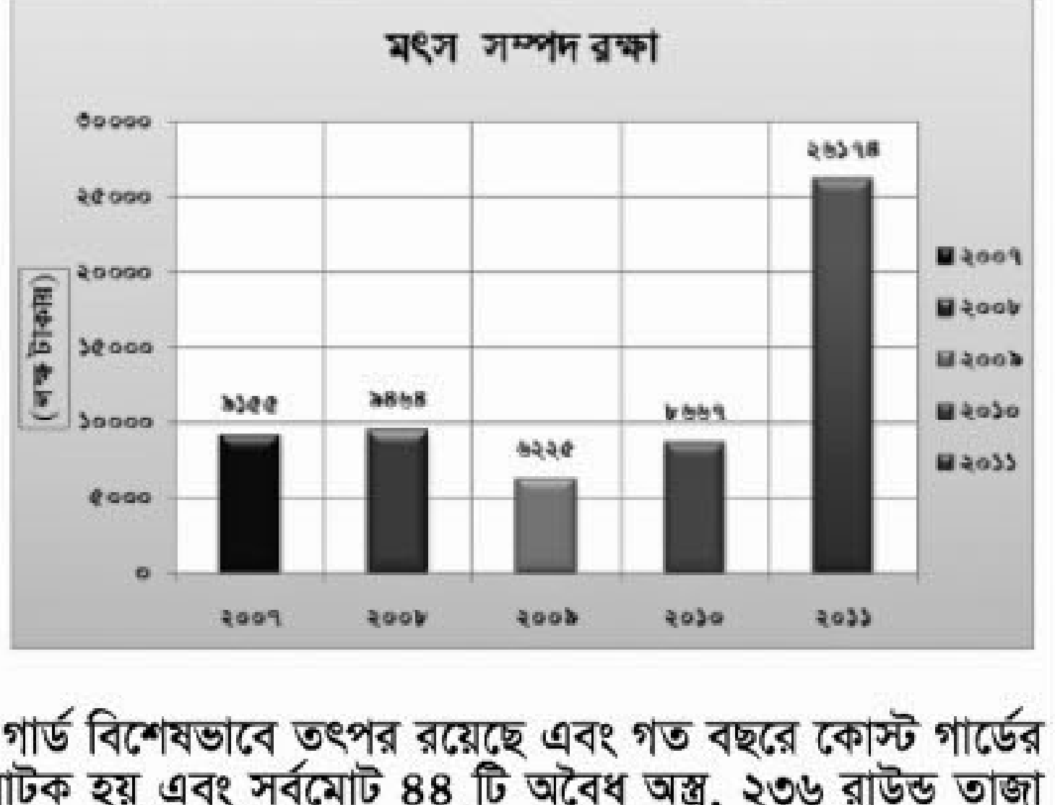

উপসংহার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি পরিচালিত অপারেশনে গত বছরই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল বর্তমান সরকার তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান সরকার কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এরই অংশ হিসেবে গত ১১ জানুয়ারি ২০১১ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন ও আধুনিক ৮টি টর্ণেডো ক্লাস বোট এবং ৫টি ডিফেন্ডার ক্লাস বোট কোস্ট গার্ডে সংযোজিত হয়। এ ধরণের আধুনিক ও দ্রুতগতি সম্পন্ন বোট যুক্ত হওয়ার ফলেই কোস্ট গার্ডের অভিযান আরও বেগবান ও তেজদীপ্ত হয় এবং অবৈধ মালামালসহ অপরাধী আটকে সফলতা আসে। এরূপ আধুনিক জলযান আরো সংযোজিত হলে ভবিষ্যতে কোস্ট গার্ডের অভিযান ও সফলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও দেশপ্রেম এ বাহিনীর সাফল্যের চাবিকাঠি। কঠোর পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোস্ট গার্ড সদস্যগণ সর্বদা সচেষ্ট। কোস্ট গার্ডের জনবল ও জলযানের স্বল্পতাসহ নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমুদ্রবন্দরের নিরাপত্তা, চোরাচালান ও জলদস্যুতা দমন, মৎস্য ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর কার্যক্রম সরাসরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আমদানী-রপ্তানি, সমুদ্রের প্রতি ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ও সমুদ্রের বিশাল সম্ভাবনা বিবেচনা করলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের সহযোগীতা একান্ত কাম্য।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০২ ফাল্গুন ১৪১৮
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বাণী

কোস্ট গার্ড দিবস ২০১২ উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল সদস্যকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সামুদ্রিক এলাকা, সমুদ্র বন্দর এবং অন্যান্য জলসীমার নিরাপত্তা বিধান, চোরাচালান রোধ, অপরাধ দমন ও জাতীয় সম্পদ রক্ষায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার 'কোস্ট গার্ড শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' ছাড়াও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উন্নয়নে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং কোস্ট গার্ড দিবস ২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কোস্ট গার্ড দিবস-২০১২ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সাহসী সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার হিসেবে খ্যাত চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরসহ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তার গুরুদায়িত্ব কোস্ট গার্ডের উপর ন্যস্ত। মৎস্যজীবিদের সমুদ্রে নিরাপদে মৎস্য আহরণ, সমুদ্রপথে চোরাচালান রোধ ও উপকূলীয় জলভাগের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। জলদস্যু ও বনদস্যুদের নিয়ন্ত্রণ করে উপকূলীয় জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড সবসময় বদ্ধপরিকর।

ঘূর্ণিঝড়, সিডর ও আইলাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে উপকূলীয় জনগণের পাশে থেকে তাদের দুঃখ দুর্দশা নিরসনে ও নিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনী তাদের আস্থা অর্জন করেছে। উপকূলীয় এলাকায় উন্নয়ন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে আধুনিক ও কার্যকর কোস্ট গার্ড গড়ে তোলা অপরিহার্য। একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোস্ট গার্ডকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকর করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কোস্ট গার্ডের প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে বলে আমি আশা করি।

আমি কোস্ট গার্ড দিবস- ২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু)

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাণী

১৭তম কোস্ট গার্ড দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে জানাই অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দেশের বিশাল সমুদ্র সম্পদ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা রক্ষায় গঠিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার ধারাবাহিক সাফল্যের ১৭তম বছরে পদার্পন করতে যাচ্ছে। বিভিন্ন ঘাঁটি, স্টেশন ও আউটপোস্ট হতে কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলে নিরলসভাবে তার অপারেশনাল কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সীমিত জনবল ও সম্পদের অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও সকলের অটুট মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কঠোর পরিশ্রম, সততা, আন্তরিকতা ও পেশাগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ইতোমধ্যে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রতি বছরই সাফল্যের নতুন নতুন মাইলফলক স্থাপন করে দেশ ও জনগণের সমর্থন ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নিরাপদ সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠা করে আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন এবং সুন্দরবনে দস্যুতা নিয়ন্ত্রণ কোস্ট গার্ডের সাম্প্রতিক সাফল্যের অন্যতম। চোরাচালান বিরোধী অভিযান, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও জাটকা নিধন প্রতিরোধে এ বাহিনীর সাফল্য দেশের অর্থনীতিতে অসামান্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিমধ্যেই দেশপ্রেম-এ উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের অকুতোভয় সদস্যরা জলদস্যুতা দমন, সুন্দরবনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং চোরাচালান বিরোধী কর্মকান্ডে গত বছর যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে তা বিগত বছরগুলোর সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। গত বছরে এ বাহিনী ৩০২ কোটি টাকারও বেশী মূল্যের অবৈধ পণ্য আটক করে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। সাফল্যের এ ধারা আগামী বছর গুলোতেও অব্যাহত থাকবে এবং আরও বেগবান হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কোস্ট গার্ডের উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকারের একান্ত সহযোগিতায় ইতোমধ্যেই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্ট গার্ড আরো কার্যকরীভাবে তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কোস্ট গার্ডের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবে এবং তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের সুনাম দেশে-বিদেশে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি নিশ্চিত যে, কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দিবে।

কে এস হোসেন
রিয়ার এডমিরাল